002

তারিখ ... 5/5/85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... 3 ...

দৈনিক বাংলা

নারী-পুরুষের শিক্ষা ও চাকরির হারে বিরাট ব্যবধান

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার খুবই নগণ্য। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের আনুপাতিক হার খুবই কম। চাকরি ক্ষেত্রেও মহিলাদের সংখ্যা কম।

প্রাথমিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের শিক্ষার আনুপাতিক হার ২৭ এবং ৬৩। মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৫ এবং ৭৫ এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে এই হার ১৯ এবং ৮১। ১৯৮৩ সালের এক জরীপে এ তথ্য জানা গেছে।

পল্লী ও শহরাঞ্চলে সংখ্যার দিক থেকে শিক্ষিত নারী-পুরুষের ব্যবধান অনেক। পল্লী

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

বিরাট ব্যবধান

(১ম পৃঃ পর)

অঞ্চলে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা যেখানে শতকরা ৩৩ দশমিক ৭ ভাগ, সেখানে মেয়েদের স্থান শতকরা ১৪ দশমিক ৭ ভাগ। শহরাঞ্চলে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৪৯ দশমিক দু-ভাগ এবং মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ২৬ দশমিক ৮ ভাগ।

১৯৮০-৮২ সালে প্রাইমারী স্কুলের মোট ২৫ লাখ ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ লাখ ৮০ হাজার। অর্থাৎ মেয়েদের হার শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ ঘোষিত 'বিশ্ব নারী দশক' বাংলাদেশে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন কর্তৃক পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সমানাধিকার দাবী করে বিভিন্ন সুধিজন বক্তব্য রাখছেন। বিভিন্ন নিবন্ধেও এ দাবী উচ্চারিত হচ্ছে। এসব সেমিনারে পঠিত নিবন্ধে বাংলাদেশে শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরিসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষ করে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের ব্যাপারে বৈষম্য এবং নানা রকম শোষণ-পীড়ন বঞ্চনার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

হোটেল সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের আয়োজিত এক সেমিনারে অধ্যাপিকা জাহানারা হকের পঠিত এক নিবন্ধে বলা হয় যে স্বাধীনতার পর নারী শিক্ষিতের হার ১৯৭৪ সালের শতকরা ১৩ দশমিক ৭ থেকে ১৯৮১ সালে শতকরা ১৬ দশমিক ৪ ভাগে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় প্রায় অর্ধেক কম থাকে। ১৯৮১ সালে দেশের ৫ কোটি ৫১ লাখ ৪০ হাজার অক্ষর জ্ঞান বর্জিত লোকের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫৮ লাখ ৬০ হাজার। অর্থাৎ অশিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৩ জন। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার অর্ধেক, পুরুষের সংখ্যা যেখানে ২২ দশমিক ৩ ভাগ সেখানে মেয়েদের সংখ্যা মাত্র শতকরা ১১ দশমিক ২ ভাগ।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার চাকরি ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম। দেশের মোট প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৯ ভাগ। মোট ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র তিন শ স্কুল কেবল মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত, সেকেন্ডারী পর্যায়ে মাত্র ৭ ভাগ বালিকা বিদ্যালয় এবং শতকরা ১০ জন মাত্র মহিলা শিক্ষক, ১৯৭৮-৭৯ সালে পলিটেক শিক্ষায় মহিলার হার ছিল শতকরা মাত্র এক ভাগ।

দেশের সংবিধানে (স্থগিত) চাকরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ রাখার বিধান সত্ত্বেও বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয়নি। ১৯৭৯-৮০ সালে পল্লী অঞ্চলে প্রায় আড়াই কোটি এবং শহরাঞ্চলে প্রায় ৩৫ লাখ বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রম শক্তিতে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ৯ দশমিক ৬ এবং ৭ দশমিক ৮ ভাগ। ১৯৮৪-৮৫ সালে কর্মসংস্থান প্রকল্পে শহরাঞ্চলে ৬ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৯ দশমিক ৬ ভাগ মহিলা নিয়োগের কথা থাকলেও দেখা গেছে যে, কৃষি শ্রমিকের মধ্যে শতকরা ৩ দশমিক ৪৮ এবং শিল্প শ্রমিকের মাত্র শতকরা দুজন মহিলা সরকারী খাত দেশের বৃহত্তম কর্মসংস্থান খাত এবং শতকরা ১০ ভাগ নিয়োগ মহিলাদের জন্য বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও কেবল শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিভাগ ছাড়া অন্যকোন ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক চাকরিতে কয়েকজন মহিলা ফার্স্ট সেক্রেটারী ব্যতীত কোন মহিলা রাষ্ট্রদূত নেই। শিল্প ক্ষেত্রে কেবল পোশাক ও চা-শিল্প ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীর সংখ্যা খুবই কম। ৪৮০টি গার্মেন্টস ইউনিটে মোট ৩০ হাজার মহিলা কর্মী রয়েছে। চা-শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ।

দেশে আধুনিক রাইস মিল গড়ে ওঠায় প্রায় ২০ লাখ দরিদ্র মহিলা ধান ভানা হতে বেকার হয়ে পড়েছে।